মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
মুফতী, দারুল ইফতা বাংলাদেশ

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন ▢ মগবাজার ▢ বাংলাবাজার

মুহাম্মদ হোসেন ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে বইটি রচিত

www.amarboi.org

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মুহাম্মদ হোসেন ট্রাস্ট কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০০৫ ঈসায়ী
নবম প্রকাশ
নভেম্বর, ২০১৪ ঈসায়ী

প্রাপ্তিস্থান
আহসান পাবলিকেশন
❐ ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
❐ কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
❐ ১৯১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ : গোলাম মাওলা

কম্পোজ
আহসান কম্পিউটার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

বিনিময় : পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র

Mata-Pitar Prati Santaner Dayitta O Kartabaya by Moulana Muhammad Abdul Mnnan Published by Ahsan Publication First Edition September 2005 Ninth Edition November 2014 Price Tk. 35.00 ($ 1.00) only.

www.amarboi.org

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত (সৃষ্টির সেরা জীব) হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের প্রতিপালক ও হায়াত-মওতের মালিক। মহাবিশ্বের আর সবকিছু তিনি তাদেরই কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁরই কাছে আবার মানুষকে ফিরে যেতে হবে। হিসাব দিতে হবে, জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের। হিসাবে যারা সফলকাম হবে, তারা প্রবেশ করবে অফুরন্ত নি'আমতে পরিপূর্ণ জান্নাতে। আর যারা ব্যর্থ হবে, তারা নিক্ষিপ্ত হবে কঠিন ও ভয়ানক শাস্তির নিবাস জাহান্নামে।

ইহজগতে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ জীবন মানবতার একান্ত কাম্য। পরিবার হচ্ছে, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল এবং তার অন্যতম অঙ্গ। পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার উপর কার্যত নির্ভর করে সামাজিক শান্তি, সমৃদ্ধি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা। মাতা-পিতা হচ্ছেন পরিবারের কর্ণধার, সন্তানের জন্মদাতা ও লালন-পালনকারী।

যে কোন ব্যক্তির জন্য মাতা-পিতাই হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার সবচাইতে বড় নি'আমত। সন্তানের অস্তিত্ব, জন্ম ও লালন-পালন ইত্যাকার বিষয়ে আল্লাহর পরেই মাতা-পিতার অবদান সবচাইতে বেশী। এ কারণে সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার অধিকারও অনেক বেশী। তাই আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির প্রতি তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করার পরই মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের অধিকার আদায়ের প্রতি সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

আল্লাহর ইবাদত–বন্দেগী করলে এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের অধিকার আদায় করলে, তাদের নাফরমানি করা থেকে দূরে থাকলে একদিকে যেমন সুখী ও সমৃদ্ধশালী পরিবার ও সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে মানুষের ইহজীবন শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর হয়ে উঠবে, অপর দিকে পরকালীন অনন্ত জীবনে তদ্রূপ তারা লাভ করবে আল্লাহর অফুরন্ত নি'আমতে ভরা জান্নাত। সেখানে রয়েছে সীমাহীন শান্তি ও অনাবিল সুখ-সম্ভোগ।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা অনেকাংশেই ইসলামী নয়। বিধায় সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার কি কি অধিকার রয়েছে এবং মাতা-পিতার ব্যাপারে সন্তানের কি কি করণীয় তা আমাদের অনেকেরই অজানা। বরং এ ব্যাপারে আমরা খুবই অসচেতন ও গাফিল। অথচ একটি সুন্দর জীবন, একটি সুখী–সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়ে তোলার জন্য মাতা-পিতার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সচেতন থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন উপলব্ধি করেই এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। বইটি পাঠ করে কেউ উপকৃত হলে এবং মাতা-পিতার অধিকারের প্রতি লোকেরা সচেতন ও যত্নবান হলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

এ কাজে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, বিশেষ করে মুহতারাম মুহাম্মদ সানোয়ার হোসেন ভাইয়ের প্রতি। বইটি লিখার কাজে তিনিই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানেই বইটির প্রথম প্রকাশ সম্পন্ন হয়। বইটিতে কোন ভুলত্রুটি কারো দৃষ্টিগোচর হলে এবং তা আমাদের জানালে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা হবে। ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ পাক আমাদের এ নগণ্য প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন ॥

বিনয়াবনত

মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কাছে লাখ শুকরিয়া যে, তাঁর ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী সম্বলিত "মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" নামক বইটি পাঠকের কাছে পেশ করার কাজে নিজেদের জড়িত করতে পেরেছি।

এই বিষয়ের ওপর ছোট একটি লিফলেট বেশ কিছু দিন পূর্বে আমাদের হাতে আসে। তখন মনে উৎসাহ জাগে, আরো সুন্দর এবং সহীহ হাদীস দ্বারা মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পুস্তিকা আকারে বিস্তারিতভাবে পাঠকের কাছে পেশ করার প্রতি। মুফতী মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান ভাই এই দায়িত্ব গ্রহণ করায় তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে এবং বইটি প্রকাশ করার বিষয়ে তিনি মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। বইটি ছাপার বিষয়ে জনাব গোলাম কিবরিয়া ভাই সহযোগিতা করায় আমাদের জন্য কাজটি সহজ হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে প্রথম প্রকাশের পর আল্লাহর মেহেরবানিতে বইটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে বহুবার প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি প্রশংসিত ও সমাদৃত হওয়ায় এবারের প্রকাশের মুহূর্তে আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। বইটি বহুল প্রচারে আমাদের দ্বীনি ভাই-বোনদের আন্তরিকতায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কাছে ফরিয়াদ করি, তিনি আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন॥

www.amarboi.org

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

❖ **মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ॥ ৭**
❖ মাতা-পিতার অধিকার ও তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহারের বিবরণ ॥ ৭
❖ আল্লাহর পরই মাতা-পিতার হক ॥ ৮
❖ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা নবীগণের বৈশিষ্ট্য ॥ ৮
❖ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান জান্নাত ॥ ৯
❖ মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধাভরে তাকানো কবুল হজের সমান ॥ ৯
❖ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ॥ ১০
❖ ক্ষেত্র বিশেষে মাতা-পিতার সেবা করা জিহাদের চাইতে উত্তম ॥ ১০
❖ মাতার অধিকার পিতার তিন গুন ॥ ১৩
❖ সর্বাধিক প্রিয় আমল ॥ ১৪
❖ মায়ের সাথে সন্তানের আচরণের একটি চিত্র ॥ ১৪
❖ মাতা-পিতার জন্য অর্থ ব্যয় ॥ ১৫
❖ মাতা-পিতার বদলা ॥ ১৬
❖ অমুসলিম মাতা-পিতার প্রতি আচরণ ॥ ১৭
❖ দুধ মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ॥ ১৯
❖ পিতার আনুগত্য ॥ ১৯
❖ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান ॥ ২০
❖ মাতা-পিতার ইন্তিকালের পর সন্তানের করণীয় ॥ ২১
❖ মাতা-পিতার জন্য দু'আ করা ॥ ২২
❖ মাতা-পিতার ঋণ পরিশোধ করা ॥ ২২
❖ মাতা-পিতার ওয়াদা ও অসিয়াত পূরণ করা ॥ ২৩
❖ মাতা-পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার ॥ ২৪
❖ মাতা-পিতার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করা ॥ ২৫
❖ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের উপকারিতা ॥ ২৮

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

❖ মাতা-পিতার নাফরমানি ॥ ৩০

❖ জঘন্যতম পাপ ॥ ৩২

❖ যে পিতাকে অভিশাপ দেয় তার ওপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ ॥ ৩৪

❖ অবাধ্য সন্তানের জন্য জান্নাত হারাম ॥ ৩৫

❖ অবাধ্য সন্তান জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না ॥ ৩৬

❖ মায়ের সাথে নাফরমানির শাস্তি ॥ ৩৭

❖ নাফরমান সন্তানের ধ্বংস অনিবার্য ॥ ৩৮

❖ মায়ের বদদু'আ ॥ ৪০

❖ ইসলাম পূর্ব একটি ঘটনা ॥ ৪০

❖ মাতা-পিতার অধিকার আদায় করা ও না করার পরিণাম ॥ ৪১

❖ মাকবুল দু'আ ॥ ৪২

❖ মাতা-পিতার নাফরমানির শাস্তি দুনিয়া থেকেই শুরু হয় ॥ ৪৩

❖ মায়ের সাথে নাফরমানি ॥ ৪৩

❖ মাতা-পিতার নাফরমান সন্তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা ॥ ৪৪

❖ মাতা-পিতার নাফরমানি জান্নাতের পথে বাধা ॥ ৪৪

❖ মাতা-পিতার নাফরমানদের ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না ॥ ৪৫

❖ পরিবার থেকে বহিষ্কার করলেও মাতা-পিতার নাফরমানি করা যাবে না ॥ ৪৫

❖ মাতা-পিতার নাফরমানির বদলা ॥ ৪৫

❖ মাতা-পিতার নাফরমানির অপকারিতা ॥ ৪৭

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার

মাতা-পিতার অধিকার ও তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহারের বিবরণ

সদ্ব্যবহার বলা হয়, মাতা-পিতার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, তাদের সাথে সুন্দর ও কোমল আচরণ করা, তাঁদের প্রতি দয়া পরবশ হওয়া ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা, তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং তাঁদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁদের সেবাযত্ন করা ও তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা।[১]

ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী (রঃ) সন্তানের ওপর মাতা-পিতার অধিকার এবং মাতা-পিতার সাথে সন্তানের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁদের যখন পানাহারের প্রয়োজন হয় তখন তাঁদেরকে পানাহার করানো। তাঁদের পোশাকের প্রয়োজন হলে পোশাক-পরিচ্ছদ দেয়া। তাঁদের যখন যে সেবাযত্নের প্রয়োজন হয় তখন সেই সেবা প্রদান করা। তাঁরা ডাকলে সানন্দে তাঁদের ডাকে সাড়া দেয়া, তাঁরা কোন কাজের আদেশ করলে তা পালন করা, তাঁদের সাথে নম্রভাবে বিনয়ীর সুরে কথা বলা, তাঁদের নাম ধরে না ডাকা, তাঁদের আগে না হাটা, তাঁদের সামনে ও উপরে না বসা। তাঁদের পেছনে ও নীচে বসা এবং সব সময় তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাঁদের নাফরমানি ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা।[২]

---

১. সালেহ ইবন আবদুর রহমান ইবন হুমাইদ, আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন মান্নূহ (এর তত্ত্বাবধানে রচিত), মাসূ'আহ নাদরাতুন না'ঈম, দারুল ওয়াসীলা, ৩য় সং, ১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ ইং, ৩ খ, পৃ. ৭৬৭; ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওয়াক্ফ ও ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৪০১, পৃ. ১০, ১১

২. নাদরাতুন না'ঈম, ৩ খ, পৃ. ৭৭৯

www.amarboi.org

আল্লাহর পরই মাতা-পিতার হক

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আপনার প্রতিপালক ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।[১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।[২]

তোমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো।[৩]

তিনি আরো বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে অপর কাউকে শরীক করো না, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।[৪]

তিনি অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ তোমার মাতা-পিতা যদি আমার সাথে এমন সব বিষয়কে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে।[৫]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করার ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশের পাশাপাশি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, আল্লাহর হকের পরেই বড় হক হচ্ছে, মাতা-পিতার হক।

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা নবীগণের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে ইয়াহইয়া! দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ করো। আমি তাকে শৈশবেই বিচার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে দয়ার্দ্রতা ও পবিত্রতা দান করেছি। সে ছিল পরহেযগার। মাতা-পিতার অনুগত এবং সে উদ্ধত নাফরমান ছিলো না।[৬]

---

১. সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ২৩
২. সূরা আল-বাকারা ঃ ৮৩
৩. সূরা আন-নিসা ঃ ৩৬
৪. সূরা আল-আন'আম ঃ ১৫১
৫. সূরা লুকমান ঃ ১৫
৬. সূরা মারইয়াম ঃ ১২-১৪

www.amarboi.org

(ঈসা আ. বলেন) তিনি (আল্লাহ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করতে এবং জননীর অনুগত থাকতে।[১]

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান জান্নাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, অতঃপর সেখানে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এই ব্যক্তি (তিলাওয়াতকারী) কে ? ফেরেশতাগণ বললেন, হারিসা ইবন নু'মান (রা)। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ) পুণ্যের প্রতিদান এরূপই। পুণ্যের প্রতিদান এরূপই। সে ছিল তার মায়ের সাথে সর্বাপেক্ষা সদাচরণকারী।[২]

ইয়ামেনে উওয়াইস করনী নামে একজন মুসলমান বাস করতেন। মায়ের খেদমতে মশগুল থাকায় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। এ কারণে তিনি সাহাবীর মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। কিন্তু মায়ের খেদমতের বদৌলতে আল্লাহর দরবারে তাঁর মর্যাদা ছিল অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি ছিলেন মুসতাজাবুদ দাওয়াত অর্থাৎ তাঁর দু'আ কবুল করা হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমার (রা)-এর উদ্দেশ্যে বলেন, সম্ভব হলে তাকে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করবে। উমার (রা)-এর যুগে ইয়ামেনের একটি সাহায্যকারী দলের সাথে তিনি খলীফার দরবারে আসেন। উমার (রা) তাঁর নিকট দু'আ চাইলে তিনি তাঁর জন্য দু'আ করেন।[৩]

মায়ের খেদমতের সুবাদেই তিনি এ মর্যাদা লাভ করেন।

মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধাভরে তাকানো কবুল হজের সমান

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নেককার সন্তান যখন স্বীয় মাতা-পিতার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকায় তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে

---

১. সূরা মারইয়াম ঃ ৩১-৩২

২. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ, হাকীম নিশাপুরী, আল মুস্তাদরাক, দারুল কিতাবিল আরবী, বৈরূত, ৪ খ, পৃ. ১৫১;

৩. এ বর্ণনা তিনটি হাদীসের সার-সংক্ষেপ। দেখুন, সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলিস্ সাহাবা। হাদীস নং ২২৩, ২২৪, ২২৫

www.amarboi.org

তার আমলনামায় একটি মকবুল হজ লিপিবদ্ধ করে দেন। সাহাবীগণ আরয করলেন, যদি সে দৈনিক একশতবার এভাবে তাকায়? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, (প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে এই সাওয়াব পেতে থাকবে) আল্লাহ অতি মহান, অতি পবিত্র তাঁর ভাণ্ডারে কোন অভাব নেই।[১]

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়

আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ আমল আল্লাহর নিকট সবচাইতে বেশী প্রিয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সময় মতো নামায আদায় করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন কাজ? তিনি বললেনঃ মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।[২]

আমর ইবন আবাসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের সূচনালগ্নে-তখন তিনি গোপনে ইসলাম প্রচার করতেন- আমি তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে বললাম, আপনি কে? তিনি বললেন ঃ আমি নবী। আমি বললাম, নবী কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ তিনি আপনাকে কি বিধানসহ পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে তাঁর দাসত্ব করা, প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলা, সদ্ব্যবহার ও সদাচরণের মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশসহকারে পাঠিয়েছেন।[৩]

ক্ষেত্র বিশেষে মাতা-পিতার সেবা করা জিহাদের চাইতে উত্তম

মু'আবিয়া ইবন জাহিমা আস-সুলামী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালীন নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বললেন ঃ আফসোস তোমার জন্য! তোমার মা কি বেঁচে আছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, বেঁচে আছেন। তিনি বললেন যাও, তার খেদমতে আত্মনিয়োগ

---

১. মিশকাতুল মাসাবীহ, আদব, অনুঃ সৎকাজ ও সদ্ব্যবহার, পৃ. ৪২১ (বায়হাকী বরাত)

২. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল বুখারী, সহীহ আল বুখারী, মাওয়াকীতুস সালাত, অনুঃ ৫, ফাদলুস সালাত লি-ওয়াকতিহা; ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, ঈমান, অনুঃ ৩৬, আল্লাহর প্রতি ঈমান উত্তম আমল হওয়ার বর্ণনা, নং ১৩৭

৩. আল মুস্তাদরাক ৪ খ, পৃ. ১৪৮

www.amarboi.org

করো। এরপর আমি অন্যদিক থেকে এসে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তির আশায় আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বললেন ঃ আফসোস তোমার জন্য ! তোমার মা কি বেঁচে নেই? আমি বললাম, হ্যাঁ, বেঁচে আছেন। তিনি বললেন ঃ যাও, তাঁর সেবা করো। অতঃপর আমি তাঁর সামনের দিক দিয়ে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সফলতা লাভের আশায় আপনার সাথে জিহাদে শামিল হতে চাই। তিনি বললেন ঃ আফসোস তোমার জন্য! তোমার মা কি বেঁচে নেই ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা বেঁচে আছেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ আফসোস তোমার জন্য! তুমি তোমার মায়ের চরণ আঁকড়ে ধরো। সেখানেই রয়েছে জান্নাত।[১]

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইয়ামেন থেকে হিজরত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ তুমি শিরক পরিত্যাগ করে এসেছো। তবে তোমার জিহাদ বাকী রয়ে গেছে। ইয়ামেনে কি তোমার মাতা-পিতা নেই? লোকটি বলল, হ্যাঁ আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাঁরা কি তোমাকে জিহাদে আসার অনুমতি দিয়েছেন? জবাবে লোকটি বলল, না, অনুমতি দেয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তোমার মাতা-পিতার কাছে যাও, তাঁরা অনুমতি দিলে জিহাদের জন্য এসো। অন্যথায় তাঁদের সেবা-যত্ন করো।[২]

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করল, (ইয়া রাসূলাল্লাহ)! আমার জিহাদে যাওয়ার খুব ইচ্ছা, অথচ আমার সেই সামর্থ্য নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার মাতা-পিতা কেউ বেঁচে আছেন কি? লোকটি বলল, আমার মা বেঁচে আছেন? তিনি বললেন ঃ তোমার মায়ের সেবায় নিয়োজিত থেকে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করো। এটা যদি তুমি করতে

১. ইমাম মুহাম্মদ ইবন মাজাহ আল কাজভীনী, সুনানু ইবন মাজাহ, কাদীমী কুতুবখানা, করাচী, কিতাবুল জিহাদ, পৃ. ১৯৯

২. আহমাদ আবদুর রহমান আল-বান্না, ফাত্হুর রাব্বানী (শরহে মুসনাদে আহমাদ) দারুল হাদীস, কায়রো, ১৯ খ, পৃ. ৩৬; ইমাম আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী, সুনান আবূ দাউদ, দারু ইহইয়াউস সুন্নাহ আল-নাবাবিয়্যা, ৩ খ, পৃ. ১৭

www.amarboi.org

পারো, তাহলে তুমি হজ ও উমরা এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারী হিসেবে পরিগণিত হবে।[১]

আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে আপনার সাথে জিহাদ করার জন্য এসেছি। আমাকে আসতে দেখে আমার মাতা-পিতা দু'জনই কাঁদছিলেন। এ কথা শুনে তিনি লোকটিকে বললেন ঃ তুমি তাঁদের কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদের মুখে হাসি ফোটাও, যেমনিভাবে তুমি তাঁদেরকে কাঁদিয়েছিলে।[২]

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, আমি আল্লাহর নিকট থেকে প্রতিদান পাওয়ার আশায় আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের বাই'আত করছি। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ কি জীবিত আছেন? লোকটি উত্তরে বলল, তাঁরা উভয়ে জীবিত আছেন। তিনি লোকটিকে বললেন ঃ তুমি কি বাস্তবিকই আল্লাহর নিকট থেকে হিজরত ও জিহাদের প্রতিদান পেতে চাও? লোকটি জবাবে বললো, হ্যাঁ, পেতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ তুমি তোমার মাতা-পিতার কাছে ফিরে যাও, তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে থাকো।[৩]

মু'আবিয়া ইবন জাহিমা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন আমার পিতা জাহিমা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি জিহাদে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছি। এ ব্যাপারে আমি আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার মা জীবিত আছেন কি? সে বললো, হ্যাঁ, আছেন। তিনি বললেন ঃ যাও, মায়ের খেদমতে আত্মনিয়োগ করো। কেননা জান্নাত তাঁর পায়ের কাছে।[৪]

---

১. ইমাম আল মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, দারু ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী, বৈরূত, ৩য় সং, ১৩৮৮ হি, ১৯৬৮ সন, ৩ খ, পৃ. ৩১৫

২. ইবন মাজাহ, পৃ. ২০০; আল-মুস্তাদরাক, ৪ খ, পৃ. ১৫২;

৩. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির, অনুঃ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার

৪. আল মুস্তাদরাক, ৪ খ, পৃ. ১৫১; ফাতহুর রাব্বানী, ১৯ খ, পৃ. ৩৬;

www.amarboi.org

মাতার অধিকার পিতার তিন গুন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি মানুষকে মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণের তাকীদ দিয়েছি। তার মা অনেক কষ্টে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং বহু কষ্ট করে ভূমিষ্ঠ করেছে। গর্ভে ধারণ করা ও দুধ পান করানোর (কঠিন কাজের) সময়কাল হলো আড়াই বছর।[১]

তিনি আরো বলেন ঃ আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরের মধ্যে। এ নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।[২]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সুন্দর আচরণের সবচাইতে বেশী হকদার কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, এরপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে আবারও জিজ্ঞেস করলো, এরপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা।৩

বাহ্য ইবন হাকীম তাঁর পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কার সাথে সবচাইতে বেশী ভালো ব্যবহার করব? তিনি বললেন ঃ তোমার মায়ের সাথে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন ঃ তোমার মায়ের সাথে। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারপর কার সাথে? এবারও তিনি বললেন ঃ তোমার মায়ের সাথে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতার সাথে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে।[৪]

মিকদাম ইবন মা'দিকারাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মায়েদের

---

১. সূরা আল-আহকাফ ঃ ১৫

২. সূরা লুকমান ঃ ১৪

৩. সহীহ আল বুখারী; এইচ, এম, সাঈদ কম্পানী, আদব মঞ্জিল, করাচী, কিতাবুল আদব, ২খ, পৃ. ৮৮২; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত আরো দ্রঃ ইবন মাজাহ, পৃ. ২৬০; আল মুস্তাদরাক, ৪ খ, পৃ. ১৫০; ফাতহুর রাব্বানী ১৯ খ, পৃ. ৩৮

৪. আল মুস্তাদরাক, ৪ খ, পৃ. ১৫০;

www.amarboi.org

সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণ করার আদেশ দিচ্ছেন। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পর্যায়ক্রমে নিকটবর্তীদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন (সদাচারের)।[১]

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন ঃ তোমার মাতা-পিতা কি বেঁচে আছে? লোকটি বললো, হ্যাঁ, বেঁচে আছেন। তিনি বললেন ঃ তাদের মাঝে জিহাদ করো।[২]

অর্থাৎ তাদের সেবা-যত্ন ও খেদমতে আত্মনিয়োগ কর। এটাই তোমার জিহাদ।

হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের ওপর সবচাইতে বেশী অধিকার কার? তিনি জবাব দিলেন ঃ তার স্বামীর। আমি বললাম, পুরুষের ওপর সবচাইতে বেশী অধিকার কার? তিনি বললেন ঃ তার মায়ের।[৩]

সর্বাধিক প্রিয় আমল

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার চাইতে অধিক প্রিয় আর কোন আমল হতে পারে তা আমার জানা নেই।[৪]

মায়ের সাথে সন্তানের আচরণের একটি চিত্র

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু দিন আবূ হুরাইরা (রা)-এর মা এক বাড়ীতে এবং আবূ হুরাইরা (রা) অল্প দূরে ভিন্ন এক বাড়ীতে বসবাস করতেন। আবূ হুরাইরা (রা) যখনই বাইরে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন মায়ের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলতেন, ইয়া আম্মাজান! আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। তাঁর মা ভেতর থেকে বলতেন,

---

১. ইবন মাজাহ ; পৃ. ২৬০;

২. সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, প্রাগুক্ত

৩. আল মুসতাদরাক, ৪ খ, পৃ. ১৫০

৪. আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৭;

www.amarboi.org

প্রিয় পুত্র! ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অতঃপর হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বলতেন, আম্মাজান, শৈশবকালে যেভাবে আপনি স্নেহ ও মায়া-মমতাসহকারে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন তেমনিভাবে যেন আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি রহম করেন। জবাবে তিনি বলতেন, প্রিয় পুত্র! এ বৃদ্ধ বয়সে তুমি আমার সাথে যেমন সুন্দর ও সদাচরণ করছো তেমনি আল্লাহও যেন তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন।[১]

মাতা-পিতার জন্য অর্থ ব্যয়

যেভাবে সন্তানের ওপর মাতা-পিতার অধিকার রয়েছে তেমনিভাবে সন্তানের সম্পদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "(হে নবী) লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কি ব্যয় করবো। আপনি তাদেরকে বলে দিন, যে মালই তোমরা ব্যয় করো না কেন? তার প্রথম হকদার হলো তোমার মাতা-পিতা।"[২]

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বললো, তিনি যখনই ইচ্ছা করেন আমার সম্পদ নিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিতাকে ডাকলেন। লাঠি ভর করে এক দুর্বল বৃদ্ধ হাযির হলেন। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বৃদ্ধলোকটি জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এক সময় আমার এ ছেলে দুর্বল, অসহায় ও কপর্দকহীন ছিল। আমি তখন ছিলাম শক্তিশালী ও বিত্তশালী। আমি কখনো তাকে আমার সম্পদ নিতে বাধা দেইনি। আজ আমি দুর্বল ও কপর্দকহীন, সে শক্তিশালী ও বিত্তশালী। এখন সে তার সম্পদ আমাকে দেয় না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।[৩]

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা সম্পর্কে হাসান বসরী (রা)কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ তোমার মালিকানাধীন সম্পদ তাঁদের প্রয়োজন মাফিক ব্যয় করবে। তাঁরা যা আদেশ করেন তা যদি শুনার কাজ না হয়, তবে তা মেনে চলবে।[৪]

---

১. ইমাম সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানুসর, ৫ খ, পৃ. ২৬০; আদাবুল মুফরাদ, পৃ, ১০

২. সূরা আল-বাকারা ঃ ২১৫

৩. ইবনু মাজাহ, তিজারাত, পৃ, ১৬৫; ইউসুফ ইসলাহী, হসনে মু'আশরাহ, অনুবাদ আবদুল কাদের, মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার, পৃ. ৪৫

৪. আদ দুররুল মানসুর, ৫ খ, পৃ, ২৪৯

www.amarboi.org

মাতা-পিতার বদলা

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন সন্তান পিতার স্নেহ-ভালোবাসা, লালন-পালন এবং কষ্টের হক আদায় করতে বা তার বদলা দিতে সক্ষম নয়। তবে সে যদি তাঁকে কারো দাসরূপে পায়, অতঃপর তাঁকে খরিদ করে মুক্ত করে দেয়, তাহলে কিছু হক আদায় হয়।[১]

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) দেখলেন, জনৈক ইয়ামেনী স্বীয় মাতাকে পিঠে বসিয়ে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছিল এবং আবেগের সাথে এ কবিতা আবৃত্তি করছিল-

আমি তাঁর নিতান্ত অনুগত সাওয়ারি উট
যখন তাঁর সাওয়ারি ভয়ে ভাগে তখন আমি দেইনা ছুট।

অতঃপর সে হযরত আবদুল্লাহ (রা)-কে দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি মনে করেন, আমি আমার মায়ের বদলা দিয়েছি? ইবন উমার (রা) বললেন; মায়ের বদলা! এটা তো তাঁর এক 'আহ' শব্দের বদলাও হয়নি।[২]

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে অভিযোগ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা বদ-মেজাজি মানুষ। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'যখন তোমাকে গর্ভে ধারণ করে একাধারে ন'মাস সীমাহীন কষ্ট সহ্য করেছেন, তখন তো তিনি খারাপ মেজাজের ছিলেন না? লোকটি বলল, হযরত আমি সত্য বলছি, তিনি বদ-মেজাজি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তোমার খাতিরে তিনি যখন রাতের পর রাত জাগতেন, তোমাকে দুধ পান করাতেন, তখন তো তিনি বদ-মেজাজি ছিলেন না ।' লোকটি বলল, 'আমি আমার মায়ের সে সব কাজের প্রতিদান দিয়ে ফেলেছি।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি সত্যিই প্রতিদান দিয়ে ফেলেছো? সে বলল, 'আমি মাকে আমার কাঁধে চড়িয়ে হজ করিয়েছি।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তুমি কি তাঁর সেই কষ্টের বদলা দিতে পারো, যা তোমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তিনি সহ্য করেছেন?'[৩]

---

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইত্ক, অনুঃ পিতাকে আযাদ করার ফযিলত; হা: ১৫১০; ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, জামে 'আত তিরমিযী, মুখতার এন্ড কম্পানী দেওবন্দ ইন্ডিয়া, ২ খ, পৃ. ১২; আবূ দাউদ, ৩ খ, পৃ. ৩৩৫

২. নাদরাতুন না'ঈম, ৩ খ, পৃ. ৭৭৮; আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ১০-১১;

৩. ইউসুফ ইসলাহী- হুসনে মু'আশরাত, পৃ. ৪৯

www.amarboi.org

অমুসলিম মাতা-পিতার প্রতি আচরণ

সন্তানের ইসলাম গ্রহণ করার পরও যদি মাতা-পিতা কুফর ও শিরকের পংকিলতায় নিমজ্জিত থাকে এবং তাকে কুফরিতে ফিরে আসতে বাধ্য করে, তবে কোনক্রমেই তাদের কথা মানা ও তাদের আনুগত্য করা যাবে না। কেননা আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজে কোন মানুষের আনুগত্য করা হালাল নয়। তবে অবশ্যই মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করে যেতে হবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

মাতা-পিতা যদি আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য তোমার ওপর চাপ প্রয়োগ করে– যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই- তাহলে অবশ্যই তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। আর তাদের আনুগত্য করবে যারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।[১]

মাতা-পিতা সন্তানকে কুফরি করার জন্য যত কঠিন চাপ প্রয়োগ করুক না কেন, তাদের কথা মানা ও তাদের আনুগত্য করা যাবে না। তবে তাদের সাথে অবশ্যই সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করে যেতে হবে।

আবূ বাকর (রা) এর কন্যা আসমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এসেছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করলাম, আমার নিকট আমার মা এসেছেন, তিনি ইসলাম থেকে বিমুখ রয়েছেন। আমি কি তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করো।[২]

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) মুসলমান হওয়ার পরও দীর্ঘদিন যাবত তাঁর মা শিরকে নিমজ্জিত ছিলেন। তিনি মাকে সর্বদা শিরকের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করতেন এবং ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতেন। আর তাঁর মাও সর্বদা অস্বীকৃতি জানাতে থাকেন। তা সত্ত্বেও আবূ হুরাইরা (রা) তাঁর মায়ের ইজ্জত-সম্মান, খেদমত ও আনুগত্যে কোন প্রকার ত্রুটি করেননি।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা মুশরিক থাকা অবস্থায় আমি তাঁকে সর্বদা ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দিতাম। একদিন আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

১. সূরা লুকমান ঃ ১৫

২. সহীহ আল বুখারী, ২ খ, পৃ. ৮৮৪; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল যাকাত ২ খ, পৃ. ৬৯৬;

www.amarboi.org

সম্পর্কে আমাকে এমন কিছু কথা শুনালেন, যাতে আমার অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। আমি ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সব সময় আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকি, তিনি সব সময় তা অস্বীকার করতে থাকেন। আজ আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি রাগান্বিত হয়ে আপনার শানে বেয়াদবি করে বসেন এবং আপনাকে গালমন্দ করেন। আমি তা সহ্য করতে পারিনি। আপনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন, যেন তিনি আবূ হুরাইরার মাকে হেদায়াত নসীব করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি আবূ হুরাইরার মাকে হেদায়াত করুন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর সুসংবাদ নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমি বাড়ী পৌঁছে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। তিনি আমার পায়ের শব্দ শুনে ভেতর থেকে বললেন, আবূ হুরাইরা, অপেক্ষা করো। আমি পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, তিনি তাড়াতাড়ি গোসল শেষ করে দোপাট্টা পরিধান করে উড়না পরা ছাড়াই দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর বললেন; আবূ হুরাইরা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আনন্দে ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে সুসংবাদ শুনাতে এসেছি। আল্লাহ তা'আলা আপনার দু'আ কবুল করেছেন। তিনি আবূ হুরাইরার মাকে হেদায়াত নসীব করেছেন। এ কথা শুনে তিনি খুশী হলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং আমাকে নসিহত করলেন।

এরপর আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দু'আ করুন যেন আল্লাহ আমাকে ও আমার মাকে সকল মুমিনের প্রিয় বানিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আবূ হুরাইরা ও তার মার প্রতি ভালোবাসা সকল মুমিনের অন্তরে সৃষ্টি করে দিন এবং তাদের উভয়ের অন্তরে সকল মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন। এ দু'আর পর যে মুসলমানই আমাকে দেখেছে অথবা আমার কথা শুনেছে সেই আমাকে ভালো বেসেছে।[১]

১. সহীহ মুসলিম, ফাযায়িল অধ্যায়, অনুঃ আবূ হুরাইরা (রা)-এর ফযিলত। হাদীস নং ২৪৯১;

www.amarboi.org

দুধ মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

হযরত আবূ তুফায়েল (রা) বলেন, আমি দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিয়'রানা নামক স্থানে গোশত বণ্টন করছিলেন। এমন সময় একজন মহিলা এসে সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে চলে গেলেন। তিনি তাঁর জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর ভদ্র মহিলাটি তার ওপর আসন গ্রহণ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি লোকদের কাছে জানতে চাইলাম, ইনি কে? তারা বললেন, ইনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধ মা–হযরত হালীমা সা'দিয়া (রা)। তিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন।[১]

পিতার আনুগত্য

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন, আমার বিবাহ বন্ধনে এমন একজন মহিলা ছিল যাকে আমি ভালোবাসতাম। অথচ আমার পিতা উমার (রা) তাকে অপছন্দ করতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাকে তালাক দাও। আমি তালাক দিতে অস্বীকার করলে উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তাকে তালাক দাও এবং তোমার পিতার আনুগত্য করো। আমি তাকে তালাক দিলাম।[২]

এক ব্যক্তি হযরত আবুদ দারদা (রা)-এর নিকট এসে বলল, আমার পিতা আমাকে অনেক পীড়াপীড়ি করে বিয়ে দিয়েছেন। এখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমার সে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য। আবুদ দারদা (রা) বলেন, আমি তোমাকে এ কথা বলতে পারবো না যে, তুমি তোমার মাতা-পিতার নাফরমানি করো এবং এ কথাও বলব না যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও। তবে তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাব যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, পিতা জান্নাতের শ্রেষ্ঠ দরজা, তুমি যদি চাও, তাহলে এ দরজাটা নিজের জন্য সুরক্ষিত কর। আর যদি চাও, তাহলে এটাকে ভেঙ্গে ফেলতে পারো।[৩]

---

১. আবূ দাউদ, ৪ খ, পৃ. ৩৩৭

২. আবূ দাউদ, আদব, অনুঃ বিরুল ওয়ালিদাইন, ৪ খ, পৃ. ৩৩৫; আল মুস্তাদরাক, কিতাবুল বির ওয়াস সিলা, ৪ খ, পৃ. ১৫২

৩. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩১৬-৩১৭; ফতহুর রব্বানী; ১৯ খ, পৃ. ৩৮

www.amarboi.org

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের হায়াত বৃদ্ধি ও জীবিকার প্রশস্ততা কামনা করে, সে যেন মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।[১]

হযরত মু'আয ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে, তার জন্য সুসংবাদ হলো, আল্লাহ তা'আলা তার হায়াত বৃদ্ধি করে দেবেন।[২]

হযরত ওয়াহাব ইবন মুনিয়্যা (রা) বলেন ঃ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার সন্তানের হায়াত বৃদ্ধি করে দেয়।[৩]

হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'আ ব্যতীত কোন কিছুই তাকদীরকে ফিরাতে পারে না। নেক আমল ব্যতীত কোন কিছুই হায়াত বাড়াতে পারে না। আর ব্যক্তির কৃত গুনাহ-ই তাকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে।[৪]

হযরত ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের পিতাদের (পিতা ও দাদার) সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করো, তাহলে তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে সদাচরণ করবে। তোমরা সচ্চরিত্রবান হও, তোমাদের নারীরাও সচ্চরিত্রবান হবে।[৫]

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা পরনারীর প্রতি কুদৃষ্টি দেয়া থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রাখ এবং সচ্চরিত্রবান হও, তোমাদের নারীরাও পবিত্র ও সচ্চরিত্রবান হবে। তোমাদের বাপদাদাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো, তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে .....।[৬]

---

১. ফাতহুর রাব্বানী ১৯ খ, পৃ. ৩৫, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৩ খ, পৃ. ৩১৭
২. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩১৭; আল মুস্তাদরাক ৪ খ, পৃ. ১৫৪
৩. আদ-দুররুল মানসুর, ৫ খ, পৃ. ২৬৭;
৪. ইবন মাজাহ, পৃ. ১০ আরো দ্রঃ মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী;
৫. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩১৮;
৬. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩১৭; আল মুস্তাদরাক, ৪ খ, পৃ. ১৫৪;

www.amarboi.org

হযরত ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি চলার পথে বৃষ্টির কবলে পড়ে পর্বত গুহায় আশ্রয় নেয়। এমন সময় একখানা প্রকাণ্ড পাথর পাহাড় থেকে গড়িয়ে গুহার মুখে এসে পড়ে। ফলে গুহার মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা একে অপরকে বলল, তোমরা নিজেদের এমন কোন নেক আমলের কথা স্মরণ করো যা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। আর সেই নেক আমলের অসিলা করে আল্লাহর নিকট দু'আ করো। আশা করা যায়, এর বদৌলতে তিনি বিপদ দূর করে দেবেন। অতঃপর তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার অতি বৃদ্ধ মাতা-পিতা ছিলেন এবং ছোট ছোট কয়েকটি বাচ্চাও ছিল। আমি তাদের জন্য মেষ ও দুম্বা চরাতাম এবং আসার সময় তাদের জন্য দুধ দোহন করে আনতাম। আমার সন্তানদের দুধ পান করানোর আগেই আমার মাতা-পিতাকে দুধ পান করাতাম। ঘটনাক্রমে একদিন চারণ বৃক্ষ আমাকে দূরে নিয়ে যায়। ফলে ঘরে ফিরতে আমার সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমি এসে তাদেরকে (মাতা-পিতাকে) ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। প্রতিদিনের ন্যায় আজও দুধ দোহন করে দুধের পাত্র নিয়ে তাঁদের কাছে আসলাম এবং পাত্র হাতে নিয়ে তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাঁদের ঘুম থেকে ডাকা এবং তাঁদের আগে বাচ্চাদেরকে দুধ পান করানো আমি ভালো মনে করলাম না। অথচ আমার বাচ্চাগুলো (ক্ষুধার যাতনায়) আমার পায়ে পড়ে কাঁদছিল। আমার ও তাদের এ অবস্থা সকাল পর্যন্ত বিদ্যমান রইল। (অবশেষে আমার মাতা-পিতা ঘুম থেকে জাগার পর প্রথমে তাঁদেরকেই দুধ পান করালাম)। ইয়া আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, আমি এ কাজটি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, তাহলে এর অসিলায় আমাদের জন্য (গুহার মুখ থেকে) পাথরটি এতটুকু সরিয়ে দাও যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তা'আলা পাথরটি এতটুকু পরিমাণ সরিয়ে দিলেন যে, তারা আকাশ দেখতে পাচ্ছিলো .... ।[১]

মাতা-পিতার ইন্তিকালের পর সন্তানের করণীয়

হযরত আবূ উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মাতা-পিতার ইন্তিকালের পর তাঁদের সাথে আমার সদ্ব্যবহার করার কিছু অবশিষ্ট আছে কি? তিনি বললেন হ্যাঁ, আছে। (চারটি কাজের মাধ্যমে তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখতে পার)

১. সহীহ আল বুখারী, ২ খ, পৃ. ৮৮৩; সহীহ মুসলিম, যিকির ওয়াদ দুআ, অনুঃ ২৭, তিন গুহাবাসীর ঘটনা; ৪ খ, পৃ. ২০৯৯; হাদীস নং ২৭৪৩;

www.amarboi.org

তাঁদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের কৃত ওয়াদাসমূহ পূর্ণ করা। তাঁদের সাথে যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করা। তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।[১]

মাতা-পিতার জন্য দু'আ করা

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে মানুষের মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি করা হবে। সে বলবে, এটা (মর্যাদা বৃদ্ধি) কিভাবে হলো? বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার বদৌলতে।[২]

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ মারা যাওয়ার পর তার সমস্ত নেক আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি নেক আমল যা তার মৃত্যুর পরও চালু থাকে। এক. সাদাকায়ে জারিয়া।[৩] দুই. তার রেখে যাওয়া জ্ঞান ভাণ্ডার যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। তিন. তার সৎ সন্তান যারা তার জন্য দু'আ করতে থাকে।[৪]

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কারো মাতা-পিতা উভয়ে অথবা একজন এমতাবস্থায় ইন্তিকাল করল যে, সে তাঁদের অবাধ্য ছিল। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পর সে তাঁদের জন্য সর্বদা দু'আ ও ইস্তিগফার করতে থাকে এবং তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে নেককার লোকদের মধ্যে শামিল করে নেন।[৫]

মাতা-পিতার ঋণ পরিশোধ করা

হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে বসা ছিলাম। তখন একজন মহিলা তাঁর খেদমতে এসে আরয করল, আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছি।

---

১. আবূ দাউদ, আদব, অনুঃ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার, ৪ খ, পৃ. ৩৩২ নং ৫১৪২; ইবন মাজাহ, আদব, পৃ, ২৩০; আল মুস্তাদরাক, বির ওয়াস সিলা, ৪ খ, পৃ. ১৫৪,

২. ইবন মাজাহ, আদব অধ্যায়, অনুঃ, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার;

৩. মাসজিদ, মাদ্রাসা ও জনকল্যাণমূলক কাজ প্রভৃতি।

৪. সহীহ মুসলিম, আল ওসিয়্যাহ, অনুঃ মৃত্যুর পর মানুষের যে সওয়াব যোগ হয়, ৩ খ, পৃ. ১২৫৫ নং ১৬৩১

৫. ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আত তিবরিযী; মিশকাতুল মাসাবীহ, আদব, অনুঃ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার, পৃ. ৪২১; (বায়হাকী বরাত;)

www.amarboi.org

ইতিমধ্যে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দাসী দান করার প্রতিদান তুমি অবশ্যই পাবে এবং মীরাস হিসেবে দাসীটিও তুমি ফেরত পাবে। মহিলাটি আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! এক মাসের রোযা তাঁর অনাদায় রয়ে গেছে, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে সে রোযা কাযা আদায় করবো? তিনি বললেন ঃ তুমি তাঁর কাযা রোযা আদায় করো। সে বলল, আমার মা কখনো হজ করেননি, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করবো? তিনি বললেন ঃ তুমি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করো।[১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা এক মাসের রোযা অনাদায় রেখে মারা যান। আমি কি তাঁর রোযাগুলো পালন করব? তিনি বললেন ঃ তোমার মায়ের যদি কোন ঋণ থাকতো, তুমি কি তা পরিশোধ করতে না? লোকটি বলল, হ্যাঁ, পরিশোধ করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর ঋণ সর্বাগ্রে পরিশোধযোগ্য।[২]

মাতা-পিতার ওয়াদা ও অসিয়াত পূরণ করা

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন। হযরত আস'আদ ইবন 'উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা মানত করেছিলেন, কিন্তু তা আদায় করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি তাঁর পক্ষ থেকে মানত পুরো করে দাও।[৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা ইন্তিকাল করেছেন, তিনি কোন অসিয়াত করে যাননি। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সাদাকাহ করি তাহলে কি তাঁর কোন উপকারে আসবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, উপকারে আসবে....।[৪]

---

১. সহীহ মুসলিম, সিয়াম, অনুঃ মৃত ব্যক্তির কাযা রোযা আদায় করা, ২ খ, পৃ. ৮০৫, নং ১১৪৯;

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৪, নং ১১৪৮

৩. সহীহ আল বুখারী; কিতাবুল হিয়াল, অনুঃ যাকাত সম্পর্কে, নং ৬৯৫৯; আরো দ্রঃ আবূ দাউদ, মুয়াত্তা, নাসাঈ

৪. আবূ দাউদ, কিতাব আল-অসায়া; অনুঃ যে অসিয়াত না করে মৃত্যুবরণ করল, তার পক্ষে থেকে দান করা, ৩ খ, পৃ. ১১৮,

www.amarboi.org

মাতা-পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার

ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার পিতার বন্ধুদের ব্যাপারে যত্নবান হও। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না, (যদি ছিন্ন কর) তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমার নূর বিলুপ্ত করে দেবেন।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা বড় সৎকাজ হচ্ছে, পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আরব বেদুইন তাঁর সাথে মক্কার পথে মিলিত হলো। আবদুল্লাহ (রা) তাকে সালাম দিলেন এবং তাঁর সাওয়ারি গাধার ওপর তাকে তুলে নিলেন। তিনি নিজের মাথার পাগড়িও তাকে দিয়ে দিলেন। (তার এক সফরসঙ্গী) ইবন দীনার বলেন, আমরা তাকে (আবদুল্লাহকে) বললাম, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কল্যাণ দান করুন! তারা তো গ্রামবাসী। তারা অল্প কিছু পেলেই তাতে সন্তুষ্ট হয়। (দু'দিরহাম দিয়ে দিলেই তো যথেষ্ট হতো)। আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) বললেন, এ লোকটির পিতা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর বন্ধু ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম সৎকাজ হচ্ছে, পিতার বন্ধুদের সাথে তার সুসম্পর্ক বজায় রাখা।[৩]

হযরত আবূ বুরদা (রা) বলেন, আমি মদীনায় আসলে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, আবূ বুরদা। তোমার নিকট কেন এসেছি তা কি তুমি জান? আবূ বুরদা (রা) বললেন, আমি তো তা জানি না। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কবরে অবস্থিত নিজের পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করতে চায়, তার উচিত, পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। এরপর তিনি বললেন, ভাই! আমার পিতা- হযরত উমার

---

১. নাদরাতুন না'ঈম, ৩ খ, পৃ. ৭৭৫; হাইসামী আল মাজমা; ৮ খ, প. ১৪৭ বরাত;

২. সহীহ মুসলিম, বির ওয়াস সিলা, অনু ঃ মাতা-পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করার ফযিলত ৪ খ, পৃ. ১৯৭৯, নং ১২, আরো দ্রঃ তিরমিযী, আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমাদ

৩. নাদরাতুন নাঈম, ৩ খ, পৃ. ৭৭৪

www.amarboi.org

(রা)-এর সাথে আপনার পিতার ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমি সেই বন্ধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তার হক আদায় করতে চাই।[১]

মাতা-পিতার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করা

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মাখলূক সৃষ্টি করে যখন অবসর হলেন, তখন রেহেম (আত্মীয়তা) উঠে দাঁড়িয়ে রাহমানুর রাহীমের কোমর ধরল। আল্লাহ বললেন ঃ থাম! (তুমি কি চাও) রেহম আরয করল, এটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার স্থান। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক বহাল রাখবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক বহাল রাখবো। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। রেহম বলল, হ্যাঁ, আমি রাজি আছি, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ বললেন ঃ ঠিক আছে, তোমার সাথে আমার এ অঙ্গীকার থাকল।[২]

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'রেহম' শব্দটি রহমান থেকে উদ্ভূত। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যে ব্যক্তি তোমার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবো। আর যে ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করবো।[৩]

হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "রেহম" আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে, যে আমার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে, আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন।[৪]

হযরত জুবায়ের ইবন মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

---

১. আলাউদ্দীন আলী ইবন বালবান, আল-ইহসান বা-তারতিবে সহীহ ইবন হিব্বান, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরূত, ১ম সং, ১৮০৭ হি. ১৯৮৭ সন, ১ খ, পৃ. ৩২৯

২. সহীহ আল-বুখারী, আদব, অনুঃ ১৩, যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন, নং ৫৯৮৭; সহীহ মুসলিম, বির ওয়াসসিলা, অনুঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, নং ২৫৫৪

৩. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত

৪. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত

www.amarboi.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সে ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে শুধু বিনিময়স্বরূপ তা রক্ষা করে। বরং সে ব্যক্তিই আত্মীয়তা রক্ষাকারী, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সে তা পুনঃস্থাপন করে।[২]

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, অথচ তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের ব্যবহারে ধৈর্যধারণ করি, কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খতা প্রদর্শন করে। জবাবে তিনি বললেন ঃ তুমি যেরূপ বললে, যদি তুমি এরূপ আচরণই করে থাকো, তবে তুমি যেন তাদের মুখের ওপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছো। তুমি যতক্ষণ এ নীতির ওপর বহাল থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবেন যিনি তাদের ক্ষতিকে প্রতিরোধ করবেন।[৩]

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় জীবিকা বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।[৪]

হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আমি আল্লাহ, আমি রহমান। রেহম (আত্মীয়তা)-কে আমিই সৃষ্টি করেছি। আর রেহম শব্দটি আমি আমার (রহমান) নাম থেকে নিঃসৃত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে সংযোজিত করবে, আমি তাকে (আমার রহমতের সাথে) সংযোজিত করবো। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে ছিন্ন করবে; আমিও তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবো।[৫]

---

১. সহীহ আল-বুখারী, আদব, অনুঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ফযিলত, নং ৫৯৮৪, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত;

২. সহীহ আল-বুখারী, আদব, অনুঃ প্রতিদানে আত্মীয়তার হক আদায় হয় না, নং ৫৯১১

৩. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, নং ২৫৫৮;

৪. সহীহ আল বুখারী, আদব, আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহারে রিযক বৃদ্ধি পায়, নং ৫৯৮৫-৬; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত

৫. আবূ দাউদ, যাকাত, অনুঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, নং ১৬৯৪

www.amarboi.org

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আউফ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সে সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষণ হয় না, যাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বিদ্যমান রয়েছে।[১]

হযরত আবূ বাকর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বিদ্রোহ করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা অপেক্ষা কোন পাপই এত জঘন্য নয় যে, এ পাপকারীকে আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই এ পৃথিবীতে শাস্তি প্রদান করেন এবং পরকালেও তার জন্য তা জমা করে রাখেন।[২]

ব্যাখ্যা ঃ বিদ্রোহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার পাপ এতই জঘন্য যে, দুনিয়াতে শীঘ্রই এ পাপের শাস্তি প্রদান করা হবে। কিন্তু দুনিয়াতে শাস্তি দেয়ার মাধ্যমেই এ পাপ মোচন হবে না। বরং পরকালেও এর জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের বংশসমূহের এ পরিমাণ পরিচয় অর্জন করো, যাতে তোমরা নিজেদের আত্মীয়তার হক আদায় করতে পার। কেননা আত্মীয়তা রক্ষা করার মাধ্যমে আপনজনদের মধ্যে সম্প্রীতি অর্জিত হয়, ধন-সম্পদ ও হায়াত বৃদ্ধি পায়।[৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি জঘন্য পাপ করেছি। আমার তওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি? তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার মা জীবিত আছেন কি? সে বলল, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কোন খালা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যাও, তাঁর খেদমত করো।[৪]

ব্যাখ্যা ঃ তওবা ছাড়া কবীরা গুনাহ মাফ হয় না। আর মায়ের অবর্তমানে খালার সাথে সদাচরণ করা তওবা কবুল হওয়ার জন্য সহায়ক। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালার খেদমত করার আদেশ করছেন।

---

১. মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, (বায়হাকী বরাত)

২. আবূ দাউদ, আদব, অনুঃ বিদ্রোহ করা নিষিদ্ধ; আরো দ্রঃ তিরমিযী, ইবন মাজাহ

৩. তিরমিযী, বির ওয়াসসিলা, অনুঃ বংশ পরিচয় জানা;

৪. তিরমিযী, বির ওয়াসসিলা, অনুঃ খালার সাথে সৎ ব্যবহার করা; আল মুস্তাদরাক, বির ওয়াসসিলা

www.amarboi.org

হযরত সা'ঈদ ইবন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পিতার অধিকার যেমন সন্তানের ওপর রয়েছে, তেমনি ছোট ভাইয়ের ওপরও বড় ভাইয়ের অধিকার রয়েছে।[১]

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের উপকারিতা

* মাতা-পিতা আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ নি'আমত। সন্তানের জন্ম ও তাদের লালন-পালনে আল্লাহর পরেই মাতা-পিতার অবদান সবচাইতে বেশী। মাতা-পিতার অবদান ও ইহসানের কৃতজ্ঞতা জানালে আল্লাহর ইহসানের কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। তাদের অকৃজ্ঞতা আল্লাহর অকৃতজ্ঞতারই শামিল।

* মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করলে ঈমান পরিপূর্ণ হয় এবং ইসলামী জীবন যাত্রা সুন্দর হয়।

* মাতা-পিতার আনুগত্য করা উত্তম ইবাদত ও শ্রেষ্ঠ আনুগত্য।

* মাতা-পিতার সন্তুষ্টি জান্নাতের চাবিকাঠি। মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার জান্নাতের পথে ধাবিত করে। যাকে আল্লাহ তা'আলা মাতা-পিতার সেবা-যত্ন ও খেদমত করার সৌভাগ্য দান করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাকে তিনি জান্নাতের পথে চলারই সুযোগ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এ সৌভাগ্য অর্জন করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

* মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করলে, তাঁদের সেবা-যত্ন ও খেদমত করলে হায়াত বৃদ্ধি পাবে, আয়-রোজগারে বরকত হবে এবং অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে।

* মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করলে পরকালে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের কাছে সে প্রশংসিত হবে।

* যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে, তার সন্তানরাও তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাকে মর্যাদা প্রদান করবে। মাতা-পিতার সাথে ভালো আচরণ করলে আল্লাহ তা'আলা তার সন্তানদেরকেও সেই শিক্ষাই দেবেন।

* মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করলে এবং তাদের সেবাযত্ন করলে বিপদ মুসিবত দূর হয় ও দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়া যায়।

---

১. তিরমিযী, প্রাগুক্ত, আল মুস্তাদরাক, প্রাগুক্ত

www.amarboi.org

* যে ব্যক্তি মাতা-পিতার বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করবে, তার নূর বিলুপ্ত করা হবে না।

* মাতা-পিতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি। মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট করার কাজ করতে থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

* আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা, হজ ও উমরা পালন করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে, তাঁদের অধিকার আদায় করে এবং তাঁদের সেবা-যত্ন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কবুল হজ ও উমরার সমান সাওয়াব দান করেন।

* মাতা-পিতার খেদমত ও সেবা-যত্ন করা জিহাদের সমতুল্য ইবাদত। ক্ষেত্র বিশেষে তার চাইতেও বড়। মাতা-পিতার খেদমতে নিয়োজিত থাকলে দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারী মুজাহিদগণের মধ্যে গণ্য হওয়া যাবে এবং জিহাদের ময়দানে অংশ গ্রহণকারীদের সমতুল্য মর্যাদার অধিকারী হওয়া যাবে।[১]

১. নাদরাতুন নাঈম, ৩ খ, পৃ. ৭৭৯; হুসনে মু'আশারাহ, পৃ. ৭৭-৭৮।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাতা-পিতার নাফরমানি

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলবে না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না। বরং তাদের সাথে সম্মান ও শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলবে এবং বিনয় ও নম্রতাসহকারে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে। আর এ দু'আ করতে থাকবে ঃ হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।"[১]

ব্যাখ্যা ঃ মাতা-পিতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য করা এবং সবসময়ই তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। তবে মাতা-পিতা বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁরা সন্তানের সেবা-যত্নের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন এবং সন্তানের দয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। অপরদিকে বার্ধক্যের চাপে মানুষের মেজাজ রুক্ষ ও খিটখিটে হয়ে যায় এবং বিবেক বুদ্ধিও কম-বেশী লোপ পায়। ফলে তাঁরা অবুঝ শিশুর মতো দাবি দাওয়া পেশ করতে থাকে, যা পূরণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তখন সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্য বিমুখতাও তাঁদের অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। পবিত্র কুরআন এসব অবস্থায় মাতা-পিতার সন্তুষ্টি ও তাঁদের সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ মাতা-পিতা যতটুকু তোমার মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমি তাঁদের এর চাইতেও বেশী মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন তাঁদের আরাম-আয়েশ হারাম করে তোমার চাওয়া-পাওয়া ও বাহানা পূরণ করেছিলেন, তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহ মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি তাঁদের মুখাপেক্ষিতা ও অসহায়ত্বের দুঃসময়ে তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করে ঋণ পরিশোধ করা ও তাঁদের সেবা-যত্ন করা এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য।

---

১. সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪

www.amarboi.org

আলোচ্য আয়াতসমূহে মাতা-পিতার বার্ধক্যে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ দান করা হয়েছে।

এক ঃ তাঁদেরকে উহ্-শব্দটিও বলবে না অর্থাৎ তাঁদের কথা শুনে সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ পায়, এমন ধরনের কোন শব্দ উচ্চারণ করবে না। তাঁদের কথা যতই অযৌক্তিক ও কর্কশ হোক না কেন।

দুই ঃ মাতা-পিতার মর্যাদার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কথা-বার্তা বলার সময় তাদের মান-সম্মানের প্রতি খেয়াল রেখে কথা বলতে হবে। তাঁদের অযৌক্তিক দাবি ও রুক্ষ মেজাজ হাসিমুখে সইতে হবে। কোন সময় বিরক্ত হয়ে এমন কোন কথা উচ্চারণ করা যাবে না, যাতে তাঁরা সামন্যতমও মনে কষ্ট পায় এবং যা তাঁদের মান-সম্মানের পরিপন্থী হয়।

তিন ঃ এ আদেশে মাতা-পিতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের উভয়ের সাথে পরম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির সাথে নত ও বিনম্র স্বরে কথা বলতে হবে।

চার ঃ মাতা-পিতার সামনে নিজেকে অক্ষম এবং নত ও বিনম্রভাবে পেশ করতে হবে। মাতা-পিতার প্রতি পূর্ণ আন্তরিকতা, মায়া-মমতা এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে নিজেকে ছোট করে তাঁদের সামনে হাযির হতে হবে।

পাঁচ ঃ পঞ্চম আদেশ, মাতা-পিতার সন্তুষ্টি ও সুখ-শান্তি ষোল আনা নিশ্চিত করা মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাঁদের জন্য দু'আ করতে হবে, তিনি যেন মেহেরবানি করে তাঁদের সকল মুশকিল আসান করে দেন এবং তাঁদের সব ধরনের কষ্ট দূর করে দেন। সর্বশেষ আদেশ হচ্ছে, মাতা-পিতার মৃত্যুর পরও তাঁদের জন্য অব্যাহতভাবে দু'আ করে যেতে হবে।[১]

পবিত্র কুরআনে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ অতঃপর বালকটির ব্যাপার– তার মাতা-পিতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা করলাম, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে তার চাইতে পবিত্র ও ভালোবাসায় শ্রেষ্ঠতম একটি সন্তান দান করুন।[২]

ব্যাখ্যা ঃ হযরত খিযির (আ) যে বালকটিকে হত্যা করেন, তিনি তার স্বরূপ এই বর্ণনা করেন যে, তার প্রকৃতিতে কুফর ও মাতা-পিতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল। তার মাতা-পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ণ। আমার আশংকা ছিল যে, ছেলেটি বড় হয়ে

---

১. মুফতী মুহাম্মদ শফী মা'আরিফুল কুরআন। অনু, মাওঃ মহিউদ্দীন খান পৃ. ৭৭২-৭৭৩
২. সূরা আল কাহাফ ঃ ৮০-৮১;

www.amarboi.org

তার মাতা-পিতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কুফরে লিপ্ত হয়ে মাতা-পিতার জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে।[১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় মাতা-পিতাকে বলে, ধিক তোমাদের প্রতি, তোমরা কি আমাকে খবর দিচ্ছো, আমি আবার পুনরুত্থিত হবো, অথচ আমার পূর্বে বহু লোক গত হয়ে গেছে? আর (তার) মাতা-পিতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, তোমার ধ্বংস (অনিবার্য)। তুমি ঈমান আনো। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য।[২]

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানদের বর্ণনা দিয়েছেন, যারা মাতা-পিতার অবাধ্য হয় এবং আল্লাহ ও পরকালকে অস্বীকার করে। তারা যদি ঈমানদার মাতা-পিতার আনুগত্য না করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান না আনে, তবে তাদের ধ্বংস অর্থাৎ ইহকালে নানা ধরনের বিপদাপদ ও কষ্ট কঠোরতা এবং পরকালে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া অনিবার্য।[৩]

জঘন্যতম পাপ

আবদুর রহমান ইবন আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচাইতে বড় কবীরা (জঘন্যতম) গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না। এ কথা তিনি তিন বার বললেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, কেন নয়, অবশ্যই করবেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে শিরক করা, মাতা-পিতার নাফরমানি করা। তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, অতঃপর সোজা হয়ে বসে বলতে লাগলেন, (খুব ভালো করে শোন!) মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি বার বার এ কথা বলতে থাকেন। অবশেষে আমরা (মনে মনে) বললাম, হায়! তিনি যদি চুপ হয়ে যেতেন।[৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবন হাযম (রা) এর মাধ্যমে ইয়েমেনবাসীদের নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তাতে তিনি তাদেরকে

---

১. মা'আরিফুল কুরআন (অনুঃ মাওঃ মহিউদ্দীন খান)

২. সূরা আল-আহকাফ ঃ ১৭;

৩. দেখুন, মুহাম্মদ আলী সাবূনী, সাফওয়াতুত্- তাফাসীর, ৩ খ, পৃ. ১৯৬

৪. সহীহ আল-বুখারী, আদব, অনুঃ ৬; মাতা-পিতার নাফরমানি কবীরা গুনাহ; সহীহ মুসলিম, ঈমান, অনুঃ সবচাইতে বড় কবীরা গুনাহসমূহের বর্ণনা, ১ খ, পৃ. ৯১, নং ৮৭, আরো দ্রঃ, তিরমিযী

www.amarboi.org

সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচাইতে বড় কবীরা গুনাহ হবে– ১. আল্লাহর সাথে শরীক করা, ২. অন্যায়ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করা, ৩. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা, ৪. মাতা-পিতার নাফরমানি করা। (৫) সতী সাধ্বী মহিলার ওপর অপবাদ দেয়া। ৬. যাদু শিক্ষা করা, ৭. সুদ খাওয়া ও ৮. ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা।[১]

আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহসমূহ হচ্ছে, ১. আল্লাহর সাথে শরীক করা ২. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, ৩. মানুষ হত্যা করা ও ৪. মিথ্যা শপথ করা।[২]

হযরত তাইসালা ইবন মাইয়্যাস (রা) বলেন, আমি একটি সাহায্যকারী দলের সদস্য ছিলাম। সেখানে আমি কিছু গুনার কাজ করে ফেলেছি। সেটাকে কবীরা গুনাহ বলেই আমি ধরে নিয়েছিলাম। ইবন উমার (রা) এর নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তুমি যে সব গুনাহর কথা বলছো, তা কি কি? আমি বল্লাম, তা হচ্ছে এই এই। ইবন উমার (রা) বললেন, এগুলো কবীরা গুনাহ নয়। কবীরা গুনাহ হচ্ছে নয়টি।

১. আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা, ২. অন্যায়ভাবে কোন মানুষ হত্যা করা, ৩. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, ৪. সতী সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া, ৫. সুদ খাওয়া, ৬. অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, ৭. মাসজিদুল হারাম-এ হারামকে হালাল মনে করা, ৮. কাউকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করা ও ৯. মাতা-পিতার নাফরমানির মাধ্যমে তাঁদেরকে কাঁদানো।

তাইসালা (রা) বলেন, হযরত ইবন উমার (রা) আমার মধ্যে ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক দেখে বললেন, তুমি কি জাহান্নামে প্রবেশ করাকে খুব ভয় করছো? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান্নাতে যেতে চাও? আমি বললাম হ্যাঁ, যেতে চাই। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, তোমার মাতা-পিতা বেঁচে আছেন কি? আমি বললাম, আমার মা বেঁচে আছেন। তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি যদি তাঁর সাথে নম্রভাবে কথা বল এবং তাঁর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করো, তাহলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না তুমি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে।[৩]

---

১. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৭; সহীহ ইবন হিব্বান বরাত

২. সহীহ আল-বুখারী, শপথ ও মানত, অনুঃ মিথ্যা শপথ, নং ৬৬৭; সহীহ মুসলিম, ঈমান, অনুঃ কবীরা গুনাহসমূহের বর্ণনা, ১ খ, পৃ. ৯১, নং ৮৮

৩. নাদরাতুন না'ঈম, ১০ খ, পৃ. ৫০১৬; তাফসীর আত-তাবারী-বরাত;

www.amarboi.org

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কবীরা গুনাহর কথা বলা হলে তিনি বলেন ঃ কবীরা গুনাহ হলো- আল্লাহর সাথে শরীক করা ও মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া।[১]

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির নিজের মাতা-পিতাকে গালি দেয়া অন্যতম কবীরা গুনাহ। সাহাবীগণ বললেন, কোন লোক কি নিজের মাতা-পিতাকে গালি দেয়? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, দেয়। কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, প্রত্যুত্তরে সেও তার পিতাকে গালি দেয়। অনুরূপভাবে সে অপর কোন ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, এর উত্তরে সেও তার (গালি দাতার) মাকে গালি দেয়।[২]

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জঘন্যতম কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কোন ব্যক্তির নিজের মাতা-পিতাকে লা'নত করা। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি কিভাবে তার মাতা-পিতাকে লা'নত করতে পারে? তিনি বললেন ঃ কোন ব্যক্তি অন্যের পিতাকে গালি দেয়, প্রত্যুত্তরে সেও তার পিতাকে গালি দেয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি অন্যের মাকে গালি দেয়, এর উত্তরে সেও তার মাকে গালি দেয়।[৩]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে পশু যবাই করে, যে ব্যক্তি জমির সীমানা বদলে দেয় এবং যে ব্যক্তি নিজের মাতা-পিতাকে গালি দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি লা'নত (অভিসম্পাত) করেন।[৪]

যে পিতাকে অভিশাপ দেয় তার ওপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ

হযরত আবূ তুফায়েল আমির ইবন ওয়াসিলা (রা) বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, রাসূলুল্লাহ

---

২. সহীহ আল বুখারী, আদব, অনুঃ মাতা-পিতার নাফরমানি করা কবীরা গুনাহ; সহীহ মুসলিম, ঈমান, অনুঃ কবীরা গুনাহর বর্ণনা, ১ খ, পৃ. ৯২, নং ৮৮; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৬;

৩. সহীহ মুসলিম প্রাগুক্ত; তিরমিযী, বিরওয়াস সিলা, অনুঃ মাতা-পিতার নাফরমানি করা, ২ খ, পৃ. ১২; আল ইহসান বি-তারতীবে সহীহ ইবন হিব্বান, ১ খ, পৃ. ৩১৬;

৪. সহীহ আল বুখারী, আদব, অনুঃ মাতা-পিতাকে গালি দিবে না, ২ খ, পৃ. ৮৮৩, নং ৫৯৭৩; আবূ দাউদ, আদব, অনুঃ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, ৪ খ, পৃ. ৩৩৬, নং ৫১৪১

১. আল ইহসান, ৬ খ, পৃ. ২৯৯; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩৩১

www.amarboi.org

সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আপনাকে এমন কোন কথা বলেছেন, যা অন্য কাউকে বলেননি? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এমন কোন কথা বলেননি, যা তিনি অন্যকে বলেননি। তবে তিনি আমার নিকট চারটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে চারটি বিষয় কি? তিনি বলেন ঃ তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পিতাকে অভিশাপ দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অভিসম্পাত করেন। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে পশু যবাই করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অভিসম্পাত করেন। যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করে এবং যে ব্যক্তি জমির সীমানা বদলে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অভিসম্পাত করেন।[১]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আসমানের ওপর থেকে সাত প্রকার লোকের ওপর অভিসম্পাত করেন। তাদের মধ্য থেকে এক শ্রেণীর লোকের ওপর তিনবার অভিসম্পাত করেন। অপর প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতি একবার করে অভিসম্পাত করেন যা তাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেন ঃ যারা লূত (আ) এর জাতির ন্যায় অপকর্ম করে তারা অভিশপ্ত। যারা লূত (আ) এর জাতির ন্যায় অপকর্ম করে তারা অভিশপ্ত। যারা লূত (আ) এর জাতির ন্যায় অপকর্ম করে তারা অভিশপ্ত। যারা গাইরুল্লাহর নামে পশু যবাই করে তারা অভিশপ্ত। যারা মাত-পিতার অবাধ্য তারা অভিশপ্ত।[২]

অবাধ্য সন্তানের জন্য জান্নাত হারাম

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। ১. মাদকাসক্ত ব্যক্তি ২. মাতা-পিতার নাফরমান ব্যক্তি ও ৩. অসৎ স্ত্রীর স্বামী যে নিজের পরিবারে দুষ্কর্মের সমর্থন করে।[৩]

---

১. সহীহ মুসলিম, আদাহী, অনুঃ গাইরুল্লাহর নামে যবাই করা হারাম, ৩ খ, পৃ. ১৫৬৮, নং ১৯৭৮; আল মুস্তাদরাক, বির ওয়াস সিলা, ৪ খ, পৃ. ১৫৩; নাদরাতুন না'ঈম, ১০ খ, পৃ. ৫০১৫;

২. আল মুস্তাদরাক, হুদূদ, ৪ খ, পৃ. ৩৫৬; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩৩০

৩. ফাতহুর রাব্বানী, ১৯ খ, পৃ. ২৮৪; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৭

www.amarboi.org

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চার শ্রেণীর লোককে জান্নাতে প্রবেশ করতে না দেয়া এবং জান্নাতের নি'আমত উপভোগ করতে না দেয়া আল্লাহ তা'আলার হক বা অধিকার। ১. মদ্যপায়ী, ২. সুদখোর, ৩. অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী এবং ৪. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান।[১]

অবাধ্য সন্তান জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচশত বছরের রাস্তা থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। (কিন্তু তিন ব্যক্তি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না) ১. যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয় ২. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, (অর্থাৎ যে সন্তান মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়, তাদেরকে অসন্তুষ্ট রাখে) ও ৩. যে ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্ত।[২]

হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা এক জায়গায় একত্র হয়েছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের মাঝে এসে বললেন ঃ হে মুসলিম জনসমষ্টি! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখো। কেননা সম্পর্ক অটুট রাখার চাইতে দ্রুত কবুল যোগ্য সওয়াবের কাজ আর নেই। আর তোমরা বাড়া-বাড়ি ও সীমালংঘন করা থেকে দূরে থাকো। সীমালংঘন করার চাইতে দ্রুত শাস্তিযোগ্য অপরাধ আর নেই। তোমরা মাতা-পিতার নাফরমানি করা থেকে দূরে থাকো, কেননা এক হাজার বছরের রাস্তা থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। আল্লাহর কসম! মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং গর্বভরে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না...।[৩]

হযরত ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। ১. মাতা-পিতাকে কষ্টদানকারী অবাধ্য সন্তান। ২. পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী ও ৩. দাইয়্যুস। আর তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ১. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান। ২. মদপানে আসক্ত ব্যক্তি ও ৩. দান করে খোঁটাদানকারী।[৪]

---

১. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৮; (আল মুস্তাদরাক বরাত)

২. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৭; (তাবারানী জামে' আস সগীর, বরাত)

৩. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৯-৩৩০; তাবারানী, আল আওসাত, বরাত

৪. না'সাঈ, অধ্যায়; যাকাত, অনুঃ ৬৯; দান করে খোঁটা দানকারী;

www.amarboi.org

মায়ের সাথে নাফরমানির শাস্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, একজন যুবকের মুমূর্ষু অবস্থা। লোকজন তাকে (কালিমা) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়ার উপদেশ দিচ্ছে, কিন্তু সে পড়তে পারছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যক্তি কি নামায আদায় করতো? সে বলল, জি হ্যাঁ। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে (যুবকটির উদ্দেশ্যে) রওয়ানা করলেন। আমরাও তাঁর সাথে চললাম। তিনি যুবকের কাছে গিয়ে তাকে কালিমা পড়ার তালকীন দিলেন অর্থাৎ বললেন ঃ বল, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" সে বলল, আমি বলতে পারছি না। তিনি বললেন ঃ কেন, কি হয়েছে? লোকটি বলল, সে তার মায়ের সাথে নাফরমানি করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার মা কি জীবিত আছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, জীবিত আছেন। তিনি তাঁকে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। তার বৃদ্ধ মাতা আসলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, একি তোমার ছেলে? বৃদ্ধা বলল, হ্যাঁ, আমার ছেলে। তিনি বৃদ্ধাকে বললেন ঃ তুমি কি মনে করো, যদি একটা ভয়ংকর আগুন প্রজ্বলিত করা হয় এবং তোমাকে বলা হয়, যদি তুমি ছেলের জন্য সুপারিশ করো তাহলে তাকে এ আগুন থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হবে। অন্যথায় তাকে এ আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারা হবে। এ অবস্থায় তুমি কি সুপারিশ করবে? বৃদ্ধা বলল, জি, হ্যাঁ, সুপারিশ করব। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তুমি আল্লাহ ও আমাকে সাক্ষী রেখে বলো, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বলছো। বৃদ্ধা বলল, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে এবং তোমার রাসূলকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার কলিজার টুকরা সন্তানের প্রতি রাজি হয়ে গেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকটির প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ বলো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" (সন্তানের প্রতি মায়ের সন্তুষ্টির বরকতে যুবকটির মুখ খুলে গেলো এবং তৎক্ষণাৎ) সে কালিমা পাঠ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা করলেন আর বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার অসিলায় এ যুবককে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নাজাত দিয়েছেন।[১]

---

১. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ ৩৩৩; আরো দ্র. মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানী;

www.amarboi.org

নাফরমান সন্তানের ধ্বংস অনিবার্য

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তার নাক ধুলি মলিন হোক! তার নাক ধুলি মলিন হোক। তার নাক ধুলি মলিন হোক (সে ধ্বংস হোক)। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে সে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি মাতা-পিতা উভয়কে অথবা তাঁদের কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেলো অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করল না।[১]

কা'ব ইবন 'উজরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মিম্বরের কাছে এসো জামায়েত হও। আমরা সকলে মিম্বরের কাছে এসে জামায়েত হলাম। তিনি মিম্বরের প্রথম ধাপে আরোহণ করে বললেনঃ আমীন। দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করে পুনরায় বললেন আমীন। তৃতীয় ধাপে আরোহণ করে আবারো বললেন ঃ আমীন। তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করার পর আমরা তাঁর নিকট আরয করলাম, আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন কিছু কথা শুনেছি যা ইতোপূর্বে কখনো শুনিনি। তিনি বললেন ঃ জিবরাইল (আ) (এইমাত্র) আমাকে এসে বললেন ঃ সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে রমযান মাস পেয়েছে, অথচ তার গুনাহ মাফ হয়নি। আমি বললাম আমীন (আল্লাহ কবুল করুন)। আমি দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করলে তিনি (জিবরাঈল) (আ) বললেন ঃ সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে দরূদ পড়ল না। আমি বললামঃ আমীন। আমি মিম্বরের তৃতীয় ধাপে আরোহণ করলে জিবরাঈল (আ) বললেন ঃ সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে মাতা-পিতা উভয়কে অথবা তাঁদের কোন একজনকে পেল, কিন্তু তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালো না। আমি বললাম ঃ আমীন।[২]

ব্যাখ্যা ঃ বৃদ্ধ বয়সে মানুষ দ্রুত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। শরীর ক্রমাগত শক্তিহীন, দুর্বল ও নিস্তেজ হতে থাকে। কর্মক্ষমতা ও আত্ম নির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলে। এমনকি এক পর্যায়ে চলা-ফেরা করার ক্ষমতাও তাঁদের থাকে না। তখন দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব তাঁদেরকে গ্রাস করে ফেলে। ফলে তাঁরা পরনির্ভরশীল তথা সন্তান-সন্ততির ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অপর দিকে বার্ধক্যের চাপে ও

১. সহীহ মুসলিম, সদ্ব্যবহার, অনুঃ ৩, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি তার নাক ধুলি মলিন হোক; ৪ খ, পৃ. ১৯৭৮, নং ২৫৫১;

২. আল মুস্তাদরাক, ৪ খ, পৃ. ১৫৪; নাদরাতুন না'ঈম, ১০ খ, পৃ. ৫০১৪; আল ইহসান বি-তারতীবে সহীহ ইবন হিব্বান ১ খ, পৃ. ৩১৫

www.amarboi.org

চতুর্মুখী রোগ যাতনায় তাঁদের মেজাজ খিটখিটে, কথা-বার্তা কর্কশ, আচার-আচরণ রূঢ় হয়ে যায়। এ সময়টা হয় মানুষের জন্য চরম দুর্দিন। বান্দার এ অসহায় ও দুর্দিনে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি বিশেষ করুণার হাত প্রসারিত করেন এবং দয়া ও রহমতের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ফলে সন্তানের জন্য মাতা-পিতার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁদের অসন্তুষ্টিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি হিসেবে পরিগণিত করা হয় এবং তাঁদেরকে সন্তানের জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ মাতা-পিতার এ কঠিন মুহূর্তে তাঁরা যে সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট হন আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য জান্নাতের ফায়সালা করে দেন।

পক্ষান্তরে যে সন্তান তার অস্তিত্ব, জন্ম, শৈশব ও কৈশোর জীবনে তার জন্য মাতা-পিতার কষ্ট ও তার প্রতি মাতা-পিতার অবদানকে অবলীলাক্রমে ভুলে যায় এবং মাতা-পিতার এ চরম অসহায় অবস্থায় তাঁদের সেবা-যত্নে আত্মনিয়োগ করার পরিবর্তে তাঁদের অবাধ্য হয় এবং তাঁদের নাফরমানি করে ও তাঁদের মনে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হয়ে তার জন্য জাহান্নামের ফায়সালা করে দেন।

বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে বা তাদের কোন একজনকে পেয়েও যারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি তারা ধ্বংস হোক– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ কথাটা জিবরাঈল (আ) বললেও এ কথাটা জিবরাঈল (আ)-এর নয়, বরং এটা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা। জিবরাঈল (আ) হচ্ছেন বাণী বাহক মাত্র। আল্লাহ তা'আলার এ ফায়সালার প্রতি জিবরাঈল (আ)-এর পূর্ণ সমর্থন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহর এ ফায়সালাকে বিনা বাক্যে গ্রহণ করেছেন। বরং তিনি এর সাথে পূর্ণ একাত্ম হয়ে এ ফায়সালা কার্যকরী করার জন্য আমীন বলে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতের প্রতি অত্যন্ত রহমদিল ছিলেন। উম্মতের শাস্তির কথা শুনে তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন। উম্মতের ইহকাল ও পরকালীন সুখ-শান্তি ও কল্যাণ সাধন করাই ছিল তাঁর নবুয়তী জীবনের মিশন। তা সত্ত্বেও- মাতা-পিতার নাফরমান এবং তাঁদের মনে কষ্ট দানকারী সন্তানের ধ্বংসের জন্য তিনি বদদু'আ করেছেন। কাজেই তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তবে যদি তারা তওবা করে এবং নিজেদের ভুল স্বীকার করে মাতা-পিতার পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়। তাঁদের সেবা-যত্নে আত্মনিয়োগ করে তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জন করে। আর মাতা-পিতা মারা গেলে নিজেদের কৃত

www.amarboi.org

অপরাধের জন্য আল্লাহর দরবারে খালেসভাবে তওবা করে, মাতা-পিতার জন্য দু'আ ও দান-সাদাকা করতে থাকে এবং মাতা-পিতার পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের সাথে ও মাতা-পিতার বন্ধু-মহলের সাথে সদ্ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে আশা করা যায় যে, তারা অনিবার্য ধ্বংস থেকে রেহাই পাবে।

মায়ের বদদু'আ

ইসলাম পূর্ব একটি ঘটনা

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ .... জুরাইজ নামে একজন নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সব সময় খানকায় ইবাদতে মাশগুল থাকতেন। একদিন তাঁর মা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলেন। তখন তিনি নামায আদায় করছিলেন। মা তাঁকে ডাকলেন, হে জুরাইজ! তিনি মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ! একদিকে আমার মা, অপরদিকে আমার নামায, এই বলে তিনি নামাযে মাশগুল হয়ে গেলেন। তাঁর মা ফিরে চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন তাঁর নামাযরত অবস্থায় তাঁর মা এসে ডাক দিলেন, হে জুরাইজ! তিনি আবারও চিন্তা করলেন, হে আল্লাহ! একদিকে আমার মা, অপরদিকে আমার নামায (কি করে মা'র সাথে কথা বলি)। অতঃপর তিনি নামাযে মাশগুল হয়ে গেলেন। তাঁর মা গত দিনের মতো ফিরে চলে গেলেন। তৃতীয় দিনও মা এসে দেখেন, জুরাইজ নামায আদায় করছে। তিনি ডাক দিলেন, হে জুরাইজ! তিনি মনে মনে বললেন; হে আল্লাহ! একদিকে আমার মা, অপরদিকে আমার নামায। নামাযের মধ্যে কি করে জবাব দেই। তিনি চুপ রইলেন, অতঃপর নামাযে মাশগুল হয়ে গেলেন। এতে তাঁর মা মনে খুব কষ্ট পেলেন এবং রাগান্বিত হয়ে বদদু'আ করলেন, হে আল্লাহ! চরিত্রহীন ব্যভিচারী নারীর চেহারা না দেখিয়ে তাকে মৃত্যু দিও না। এ বদদু'আ করে নিরাশ হয়ে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

ইতোমধ্যে বানী ইসরাঈলের লোকদের মাঝে জুরাইজ ও তাঁর ইবাদত বন্দেগীর কথা আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। এমন সময় এক অনিন্দ সুন্দরী ব্যভিচারী মহিলা লোকদেরকে বললো, তোমরা যদি মনে করো, তাহলে আমি তাঁকে পাপ কাজে ফাঁসিয়ে দেই। এরপর সে জুরাইজের খানকায় উপস্থিত হলো এবং তাঁকে অপকর্মের আহ্বান জানাতে লাগল। কিন্তু জুরাইজ তার প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টিপাত করেননি।

www.amarboi.org

সে জুরাইজ থেকে নিরাশ হয়ে জুরাইজের খানকায় যাতায়াত করত এমন এক রাখালের কাছে গিয়ে নিজেকে তার সামনে পেশ করে দিল। রাখাল তার ষড়যন্ত্রের শিকার হলো। মহিলাটি গর্ভবতী হলো, অতঃপর একটি বাচ্চা প্রসব করল, আর প্রচার করতে লাগল, বাচ্চাটি জুরাইজ কর্তৃক ভূমিষ্ঠ হয়েছে। মহিলাটির এ অপপ্রচার শুনে লোকেরা জুরাইজের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর খানকার সামনে জড়ো হলো। তাঁকে খানকা থেকে টেনে হেঁচড়ে বের করে তার খানকাটি ভেঙ্গে ফেললো এবং তাঁকে প্রহার করতে লাগল।

জুরাইজ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে তোমাদের? তারা বলল, তুমি এ নষ্টা ব্যভিচারিণী মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছো। আর তোমার মাধ্যমে তার একটি সন্তানও ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তিনি লোকদেরকে বললেন, ঠিক আছে, শিশুটি কোথায়, তাকে নিয়ে এসো। অতঃপর তাকে আনা হলো। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি (দু'রাক'আত) নামায আদায় করি।

নামায শেষ করে তিনি নবজাতক শিশুটির পেটে খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করলেন, বল, তোর পিতা কে? (শিশুটি কয়েক দিনের হলেও আল্লাহ তার যবান খুলে দিয়েছেন) সে বললো, ওমুক রাখাল আমার পিতা। এ কথা শুনে জুরাইজের প্রতি লোকদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেলো, তারা তাঁকে চুমু দেয়া শুরু করল, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং বললো, তোমার এ খানকা আমরা সোনা দিয়ে নির্মাণ করে দেব। তিনি বললেন, না, তার প্রয়োজন হবে না। যেভাবে ছিল সেভাবে মাটি দ্বারা নির্মাণ করে দাও। তাই করা হলো।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, জুরাইজের মা যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার বদদু'আ করতেন তাহলে তিনি অবশ্যই ব্যভিচারে লিপ্ত হতেন।[১]

মাতা-পিতার অধিকার আদায় করা ও না করার পরিণাম

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাতা-পিতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অনুগত হয়ে সকাল বেলায় উপনীত হয়, সে যেন তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা অবস্থায় ভোর করল। যদি তাঁদের একজন বেঁচে থাকে। (যার সে অনুগত থাকে) তবে সে জান্নাতের একখানা দরজা খোলা অবস্থায় ভোর করল। আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আদেশের

১. সহীহ মুসলিম, বির ওয়াসসিলা, অনুঃ মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেয়, ৪ খ, পৃ. ১৯৭৬, নং ২৫৫০

www.amarboi.org

নাফরমান হিসেবে সকাল বেলায় উপনীত হয়, তার জন্য জাহান্নামের দু'খানা দরজা খোলা অবস্থায় সে সকাল করল। যদি সে একজনের ব্যাপারে অবাধ্য থাকে, তবে তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খোলা অবস্থায় সে সকাল করল। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, যদি তাঁরা উভয়ে পুত্রের প্রতি যুলুম করে? তিনি বললেন ঃ যদিও তাঁরা পুত্রের প্রতি যুলুম করে, যদিও তাঁরা পুত্রের প্রতি যুলুম করে, যদিও তাঁরা পুত্রের প্রতি যুলুম করে।[১]

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মাতা-পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে।[২]

আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সন্তানের ওপর মাতা-পিতার কি অধিকার আছে? তিনি বলেন ঃ তাঁরা উভয়ে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম।[৩]

হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আমার একজন স্ত্রী আছে, আমার মা আমাকে আদেশ করেন, তাকে তালাক দিতে। তখন আবুদ দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মাতা-পিতা হচ্ছেন জান্নাতের শ্রেষ্ঠ দরজা। তুমি ইচ্ছা করলে দরজাটিকে রক্ষা করতে পার। ইচ্ছা করলে দরজাটি নষ্টও করতে পার।[৪]

মাকবুল দু'আ

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়। এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এক ঃ মাযলুমের দু'আ, দুই ঃ মুসাফিরের দু'আ ও তিন ঃ সন্তানের বেলায় মাতা-পিতার দু'আ।[৫]

---

১. মিশকাতুল মাসাবীহ, আদব, বির ওয়াসসিলা, নং ৪৭২৬; আল আদাবুল মুফরাদ, অনুঃ ৪, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার, নং ৭, নাদরাতুন না'ঈম, ১০ খ, পৃ. ৫০১৬

২. তিরমিযী, বির ওয়াস সিলা, অনুঃ মাতা-পিতার সন্তুষ্টি, ২ খ, পৃ. ১, আল আদাবুল মুফরাদ পৃ. ৬, নং ২; আল মুস্তাদরাক ৪ খ, পৃ. ৪৫২

৩. ইবনু মাজাহ, আদব, অনুঃ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার;

৪. তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ইবনু মাজাহ, প্রাগুক্ত; আল মুস্তাদরাক, প্রাগুক্ত;

৫. তিরমিযী, আবওয়াবুলবির, অনুঃ ৭, মাতা-পিতার দু'আ, নং ১৯৭০; আরো দ্র. আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ; আল ইহসান, ১ খ, পৃ. ৩২৬

www.amarboi.org

ব্যাখ্যা ঃ মাতা-পিতার সন্তুষ্টি ও তাঁদের মমতাপূর্ণ অন্তরের দু'আ সন্তানের জন্য সবচাইতে বড় সৌভাগ্যের বিষয়। পক্ষান্তরে সন্তানের জীবনের সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য হলো, সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দুঃখ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বদদু'আ। মাতা-পিতার অধিকার আদায়, তাঁদের সেবা-যত্ন ও সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে তাঁদের দু'আ নেয়া এবং তাঁদের মনে কষ্ট দেয়া ও তাঁদের বদদু'আ থেকে বেঁচে থাকা সন্তানে জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। তাঁরা দু'আ বা বদদু'আ যা-ই করেন, সন্তানের বেলায় তা নিঃসন্দেহে কবুল হয়।

মাতা-পিতার নাফরমানির শাস্তি দুনিয়া থেকেই শুরু হয়

হযরত আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সব গুনাহ আল্লাহ তা'আলা যতটা ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। তবে মাতা-পিতার নাফরমানির গুনাহ (ক্ষমা করেন না) বরং এর শাস্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে পার্থিব জীবনে দেয়া হবে।[১]

মায়ের সাথে নাফরমানি

হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর মায়ের নাফরমানি, কন্যা শিশুকে জীবিত কবর দেয়া, কৃপণতা করা ও ভিক্ষা বৃত্তির হারাম করে দিয়েছেন। আর বৃথা তর্ক-বিতর্ক, অধিক জিজ্ঞাসা ও সম্পদ নষ্ট করাকে তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন।[২]

ব্যাখ্যা ঃ সন্তানের জন্য মায়েরা যে সীমাহীন কষ্ট করে থাকেন, তার এক মুহূর্তের বদলা সন্তান সারা জীবনেও দিতে পারবে না। মায়েদের মন অত্যন্ত নরম। সামান্য কথাতেই অন্তরে আঘাত লেগে যেতে পারে, তাঁদের মন আহত হয়ে যেতে পারে। মায়ের সন্তুষ্টির প্রতিদান হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ। আর মায়ের অসন্তুষ্টির প্রতিফল হচ্ছে, আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং চির জাহান্নাম। সুতরাং মায়ের সাথে কথা-বার্তা ও আচার-আচরণে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন মায়ের মনে সামান্যতম কষ্টও না লাগে। মায়ের মনে কষ্ট দেয়া, তাঁর নাফরমানি করা ও অবাধ্য হওয়া থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত রাখতে হবে।

---

১. আল মুস্তাদরাক, বির ওয়াস সিলা, ৪ খ, পৃ. ১৫৬; মিশকাতুল মাসাবীহ, অধ্যায় ঃ বির, হাদীস নং ৪৭২৮, (বায়হাকী বরাত;)

২. সহীহ আল বুখারী, আদব, অনু ঃ ৬, মাতা-পিতার নাফরমানি করা কবীরা গুনাহ, হাদীস নং ৫৯৭৫ ফাত্হ; সহীহ মুসলিম, অধ্যায় আকদিয়া, অনুঃ ৫, নং ১৭১৫,

www.amarboi.org

মায়ের অধিকার আদায়, তাঁর সেবা-যত্ন ও সন্তুষ্টির জন্য জীবন উজাড় করে দেয়া সন্তানের অপরিহার্য কর্তব্য।

মাতা-পিতার নাফরমান সন্তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা

হযরত উমার ইবন আবদুল আযীয (র) ইবন মিহরানকে বলেছেন, তুমি কখনো রাজা-বাদশাহদের দরবারে যাবে না। যদিও তুমি তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ করো এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করো। কোন বেগানা নারীর সাথে কখনো নির্জন অবস্থান করবে না, যদিও তা কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য হয়। আর মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানের সাথে কখনো বন্ধুত্ব করবে না। কেননা সে তো নিজের মাতা-পিতারই অবাধ্য, তোমাকে কিভাবে সে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে? (কখনো তা করতে পারে না।)[১]

ব্যাখ্যা ঃ মাতা-পিতাই সন্তানের জন্মদাতা ও সবচাইতে বড় আপনজন। সন্তানকে তাঁরা নিজেদের জীবনের চাইতে বেশী ভালোবাসেন। হৃদয় নিংড়ানো আদর-স্নেহে তাদেরকে প্রতিপালন করেন, নিজেরা না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ান। নিজেরা না পরে সন্তানকে পরান। নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েও তাঁরা সন্তানের সুখ-শান্তি কামনা করেন। সন্তানের একটু কিছু হলে তাঁদের মনের শান্তি ও স্বস্তি দূর হয়ে যায়, চোখের ঘুম হারাম হয়ে যায়, দুশ্চিন্তায় তারা অস্থির, বিচলিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়েন। সন্তানের ব্যাপারে মাতা-পিতার ক্ষুদ্র মনের আবেগ ও ভার বহন করার ক্ষমতা বিশাল পৃথিবীরও নেই। মাতা-পিতার এমন অবদানকে ভুলে গিয়ে যে সব সন্তান তাঁদের অবাধ্য হয়ে যায়, এরূপ অবাধ্য ও নিষ্ঠুর প্রাণ পৃথিবীতে আর কাউকে কি বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে? কখনো নয়। যদি কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখা যায়, তবে সেটা হবে নিছক অভিনয় ও ধোঁকা। সুতরাং, 'মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানের সাথে বন্ধুত্ব করবে না' -রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অমোঘ বাণী কতই না বাস্তব।

মাতা-পিতার নাফরমানি জান্নাতের পথে বাধা

হযরত আমর ইবন মুর্‌রা আল জুহানী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াকত নামায আদায় করি, নিজের সম্পদে যাকাত

১. নাদরাতুন না'ঈম, ১০ খ, পৃ. ৫০১৬;

www.amarboi.org

দেই, রমযানের রোযা রাখি। তার এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি এসব কাজের উপর অটল থেকে মৃত্যু বরণ করল, সে কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে এমনিভাবে অবস্থান করবে (এ কথা বলে তিনি হাতের পাশা-পাশি দু'টি আঙ্গুল উঠিয়ে দেখালেন)। তবে শর্ত হলো, সে যেন মাতা-পিতার নাফরমান ও অবাধ্য না হয়।[১]

ব্যাখা ঃ মাতা-পিতার নাফরমান ও অবাধ্য না হওয়া জান্নাতে যাওয়ার জন্য শর্ত। সুতরাং ঈমান ও আমলে সালেহ থাকা সত্ত্বেও মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে যেতে পারবে না।

মাতা-পিতার নাফরমানদের ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না

হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির ইবাদত বন্দেগী ও দান সাদাকা কোনটাই কবুল করেন না। তারা হচ্ছে ঃ ১. মাতা-পিতার নাফরমান, ২. দান করে খোঁটাদানকারী ও ৩. তাকদীর অস্বীকারকারী।[২]

পরিবার থেকে বহিষ্কার করলেও মাতা-পিতার নাফরমানি করা যাবে না

হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দশটি আদেশ প্রদান করেন। আল্লাহর সাথে কখনো কাউকে শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কখনো মাতা-পিতার নাফরমানি করো না, যদিও তাঁরা তোমাকে নিজের সম্পদ ও পরিবার-পরিজন থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।[৩]

মাতা-পিতার নাফরমানির বদলা

হযরত আসমা'ঈ (র) বলেন, জনৈক আরব বেদুঈন আমার নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মাতা-পিতার নাফরমান ও তাঁদের অনুগত সন্তানের অনুসন্ধানে নিজ গ্রাম থেকে বের হয়ে বহু গ্রাম অতিক্রম করি। অবশেষে এক বৃদ্ধের কাছে এসে পৌঁছি। তার গলায় দড়ি বাঁধা। সে দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড গরমে একটি বালতি দ্বারা পানি উঠানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে, যে বলতি দ্বারা পানি উঠানো উটের

১. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৯; আরো দ্র. আহমদ, তাবারানী, ইবন খুযাইমা ও ইবন হিব্বান

২. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৭

৩. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৯

www.amarboi.org

পক্ষেও অসম্ভব। বৃদ্ধের পেছনে রয়েছে পাকানো দড়ির চাবুক হাতে এক যুবক। সে তাকে উক্ত চাবুক দ্বারা প্রহার করছে। চাবুকের আঘাতে বৃদ্ধের পিঠ ফেটে যাচ্ছে। আমি যুবককে বললাম, সাবধান! আল্লাহকে ভয় করো। এ দুর্বল বৃদ্ধকে প্রহার করা থেকে বিরত হও। বৃদ্ধ লোকটি রশি দ্বারা পানি উঠানোর যে কঠিন কাজে নিয়োজিত, তা কি তার জন্য যথেষ্ট নয়? তা সত্ত্বেও তাকে প্রহার করছো ? যুবকটি বললো, এতদসত্ত্বে সে তো আমার পিতা। আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা তোমার অকল্যাণ করুন। যুবকটি বললো, থামুন! সে তার পিতার সাথে এরূপ আচরণ করতো। আর তার পিতাও তার দাদার সাথে এ ধরনের আচরণ করতো। তখন আমি বললাম, এই হলো, মাতা-পিতার সবচাইতে বড় নাফরমান ব্যক্তি।[১]

হযরত আসমা'ঈ (র) বলেন, জনৈক আরব আমাকে বলেন, আবদুল মালেক ইবন মারওয়ানের শাসনামলে মুনাযিল নামে এক লোক ছিল। তার ছিল একজন বৃদ্ধ পিতা। তার উপাধি ছিল ফার'আন। যুবক ছেলেটি তার অবাধ্য ছিল। কবিতার ছন্দাকারে বৃদ্ধ আক্ষেপ করে বলেন, আমার ও মুনাযিলের মাঝে আত্মীয়তা আমাকে এমন প্রতিদান দিয়েছে যেমন ঋণ দাতা ঋণ গ্রহিতাকে ঋণ পরিশোধের জন্য তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিছুকাল পর মুনাযিলের সন্তান জুলাইহ মুনাযিলের অবাধ্য হয়ে যায়, সে জুলাইহ কর্তৃক বিপদগ্রস্ত হয়ে বলে, আমার মাল-সম্পদের ব্যাপারে জুলাইহ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, আর সে আমার অবাধ্য হয়, যখন আমার মেরুদণ্ডের হাড় বেকিয়ে ধনুকের মতো হয়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে গভর্নর জুলাইহকে প্রহার করতে উদ্যত হলে সে বলে, আমার ব্যাপার তাড়াহুড়া করবেন না। এই হচ্ছে ফার'আন পুত্র মুনাযিল যার সম্পর্কে তার পিতা আক্ষেপ করে বলেছিলো, আমার ও মুনাযিলের মাঝে আত্মীয়তা এমন প্রতিদান দিয়েছে যেমন ঋণ দাতা ঋণ গ্রহিতাকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাড়িয়ে বেড়ায়। এ কথা শুনে গভর্নর বলেন, ওহে! তুমি তোমার মাতা-পিতার নাফরমানি করেছো, এখন সন্তান কর্তৃক নাফরমানির স্বীকার হয়েছো।[২]

উবাইদ ইবন জুরাইজ থেকে বর্ণিত, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, মূসা (আ)-এর ওপর আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তাতে মাতা-পিতার নাফরমানির ব্যাপারে কি বলেছেন? জবাবে তিনি বলেন, পিতা সন্তানকে কোন আদেশ করলে সে যদি তা পালন না করে, সেটাই হলো পিতার নাফরমানি। আর পিতা সন্তানের

১. নাদরাতুন না'ঈম; ১০ খ, পৃ. ৫০১৭
২. প্রাগুক্ত

www.amarboi.org

পক্ষ থেকে কোন বিষয়ের সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করলে সেটা হবে পুরোপুরি নাফরমানি ও অবাধ্যতা।[১]

মাতা-পিতার নাফরমানির অপকারিতা

* মাতা-পিতা আল্লাহর বড় নি'আমত। নাফরমান সন্তান আল্লাহর নি'আমতের অস্বীকার করে। ফলে সে মাতা-পিতার অনুগ্রহকেও অস্বীকার করে।

* মাতা-পিতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাদের অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি। মাতা-পিতার নাফরমান সন্তান আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে দূর হয়ে যায়।

* মাতা-পিতার নাফরমানি করা কবীরা গুনাহ। নাফরমান সন্তান কিয়ামতের দিন অবধারিতভাবে শাস্তি ভোগ করবে।

* মাতা-পিতার নাফরমানি সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে অসদাচরণ করে তার সন্তান, তার প্রতিবেশী ও তার সমাজের লোকেরাও তার সাথে অসদাচরণ করবে।

* মাতা-পিতার নাফরমানির কারণে সমাজ থেকে শক্তি ও নিরাপত্তা দূরীভূত হয়।

* নাফরমান সন্তান, মাতা-পিতার নাফরমানির প্রতিফল দুনিয়াতেও পাবে।

* মাতা-পিতার নাফরমানির কারণে চেহারার লাবণ্যতা ও নূর দূরীভূত হয়।

* নাফরমান সন্তান কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে।[২]

---

১. নাদরাতুন না'ঈম; ১০ খ, পৃ. ৫০১৭

২. প্রাগুক্ত

www.amarboi.org